ভোরের কাগজ

তারিখ ... 13 DEC 2002 ...
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

এইচএসসির উত্তরপত্র জালিয়াতির ঘটনা ফাঁস

টেকনাফ কলেজ কেন্দ্র বাতিল শিক্ষক-কর্মচারীর ভাতা বন্ধ

কক্সবাজার প্রতিনিধি : উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র জালিয়াতির ঘটনা প্রমাণিত হওয়ায় কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ডিগ্রি কলেজের এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি বেতন-ভাতাদি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খবর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রের। তবে কলেজ অধ্যক্ষ জালিয়াতির ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলেও বেতন-ভাতাদি বন্ধ করার প্রসঙ্গটি কৌশলে এড়িয়ে গেছেন।

খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, অত্যন্ত মেধাবী, দরিদ্র পরিবারের সন্তান আবদুর রহিম ২০০২ সালে টেকনাফ কলেজের নিয়মিত ছাত্র হিসেবে একই কলেজ কেন্দ্রে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তিপ্রাপ্ত এবং এসএসসি বাণিজ্য শাখায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ আবদুর রহিম এইচএসসি পরীক্ষার ঘোষিত ফলাফলে তার নাম না দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে যান। কারণ বাণিজ্য বিভাগের মেধাবী ছাত্র রহিমের পাসের যোগ্যতার ব্যাপারে কোনো সংশয় ছিল না, বরং ছিল প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। ওই আত্মবিশ্বাসে ঘোষিত ফলাফলে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে আবদুর রহিম প্রথমে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোনো সদুত্তর না পেয়ে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের শরণাপন্ন হন। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরপত্র জালিয়াতির সত্যতা উদঘাটনে শিক্ষা বোর্ড গঠন করে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি।

চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ ইয়াকুবের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি তদন্ত কাজের অংশ হিসেবে পরীক্ষার কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে জবাব দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে নোটিশ প্রদান করে। গত ২৭ নভেম্বর টেকনাফ কলেজের অফিস সহকারী সনজিত রক্ষিত কমিটির কাছে তার লিখিত বক্তব্য পেশ করেন নোটিশ প্রাপ্তির পর। লিখিত জবানবন্দিতে সনজিত রক্ষিত উত্তরপত্র জালিয়াতির চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস করে দিয়ে স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য দেয়। সে স্বীকার করে যে, সে নিজেই পরীক্ষা শেষে উত্তরপত্র প্যাকেট করার সময় গোপনে এবং সকলের অজান্তে মেধাবী ছাত্র আবদুর রহিমের উত্তরপত্রের প্রথম পৃষ্ঠাটি (যে পৃষ্ঠায় পরীক্ষা ও পরীক্ষার্থীর তথ্য সংযুক্ত থাকে) আরেক পরীক্ষার্থী মোহাম্মদ রাসেলের লিখিত উত্তরপত্রে কৌশলে সংযুক্ত করে দেয়। একই কৌশলে মোহাম্মদ রাসেলেরটি সংযুক্ত করে আবদুর রহিমের লিখিত উত্তরপত্রে। এ কারণেই পরীক্ষার ফলাফল দেখা যায়, এসএসসি পরীক্ষা দু বার অকৃতকার্য মোঃ রাসেল পেয়েছে ৫৯০ নম্বর আর মেধাবী ছাত্র রহিমের প্রাপ্ত নাম্বার হচ্ছে ৪৫২। তদন্ত শেষে রহিমের প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর দাঁড়ায় ৬৭৭। অপরদিকে রাসেল পায় ৩৯০। অর্থাৎ রহিম পায় প্রথম বিভাগ, অপরদিকে রাসেল ফেল করে।

জানা গেছে, উত্তরপত্র জালিয়াতির এ চাঞ্চল্যকর ঘটনা সত্য প্রমাণিত হওয়ায় তদন্ত কমিটির সুপারিশে টেকনাফ কলেজে ৫ বছরের জন্য এইচএসসি পরীক্ষা বাতিল এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি অংশের বেতন-ভাতাদি বন্ধ করে দেয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

এ ব্যাপারে কলেজ অধ্যক্ষ বাবুল কান্তি ভৌমিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি উত্তরপত্র জালিয়াতির কথা স্বীকার করলেও কৌশলে এড়িয়ে যান পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল ও বেতন ভাতাদি বন্ধ করার বিষয়টি। কেলেঙ্কারির ঘটনাটি টেকনাফের লোকমুখে বর্তমানে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে।